



## 34784 - ঈদরে নামাযে ইমাম তাকবীর দয়ে কনে?

### প্রশ্ন

দুই ঈদরে নামাযের প্রত্যেকেটিতে সূরা ফাতহি পড়ার আগে ১২ টি করে তাকবীর দয়ো সুন্নত কনে? এর উপকারিতা কী? পাঁচ ওয়াক্তরে ফরয নামাযে না করে ঈদরে নামাযে এ তাকবীর বলার অর্থ কী?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইবাদতের বধিানগুলোর ক্ষত্রে মূলনীতি হল- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দয়ো বধিানের গণ্ডতি থমে যাওয়া (তাওক্বীফ)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদরেকে যভোবে নরিদশে দয়িছেনে সভোবে ইবাদত করা। হোক না আমরা এর হকেমত বা গূঢ় রহস্য জানতে পারি কিংবা না জানি। বিশেষতঃ নামায-রযো-হজ্জ এর পদ্ধতির ক্ষত্রে। এতে যুক্তরি কোন স্থান নই। এ ধরণে একটি বিষয় হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরেকে বধিান দয়িছেনে যে, দুই ঈদরে নামাযের প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরমির পরে সূরা ফাতহির আগে ৬ তাকবীর কিংবা ৭ তাকবীর বলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতহি পড়ার আগে ৫ তাকবীর বলা; পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ক্ষত্রে এ বধিান দেননি।

তাই আমাদরে কর্তব্য হচ্ছ, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দয়ো বধিানের প্রতি ঈমান আনব, সটোর প্রতি আত্মসমর্পণ করব। শুব এবং মানব। কেননা এ ক্ষত্রে মূলনীতি হচ্ছ- আনুগত্য করা; কারণ ব্যাখ্যা নয়।

ইবাদত, ইবাদতের প্রকারভেদে ও পদ্ধতি ইত্যাদি যগুলো আল্লাহর সংরক্ষতি বিষয় সগুলোতে কোন বান্দার অনধিকার চরচা করার সুযোগ নই। আল্লাহ কারো জিজ্ঞাসাবাদে পাত্র নন যে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: ‘কনে এমন বধিান দয়ো হল’, ‘কনে এমনটা দয়ো হল না’, কিংবা ‘এ বধিান দয়ের উপকারিতা কী’? বরং বান্দার কর্তব্য হচ্ছ- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে বধিান জারী করছেনে সটো জানা ও আমল করা। এরপর যদি কোন হকেমত জানা যায়, আলহামদুলিল্লাহ। না জানলেও বান্দা আল্লাহর বধিানের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে, আনুগত্য করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলা কোন গূঢ় রহস্যের কারণে ও বান্দাদের কল্যাণার্থে বধিান দয়িছেনে। কেননা আল্লাহ তাঁর কথা, কাজ, বধিান প্রদান ও তাকদীর নির্ধারণে প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী। তিনি বলেন: “নিশ্চয় আপনার রব্ব হাকীম (প্রজ্ঞাবান) ও আলীম (জ্ঞানী)। [সূরা আনআম, আয়াত: ৮৩]

আমরা যা উল্লেখ করছি তার প্রমাণ রয়েছে আল্লাহর এ বাণীতে: “তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে



অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে: “তোমরা আমাকে যভাবে নামায পড়তে দেখে সভাবে নামায পড়।”[সহিহ বুখারী] এবং বদায় হজ্জকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে: “তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখি নাও।”[সহিহ মুসলিম (৩৭৮)]

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।